بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

# তাহাজ্জুদ নামায সহ নফল নামায জামাতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী

**মাওলানা মুহম্মদ সদরুল আমিন (জগন্নাথপুরী)**

**কামিল (আল হাদিস বিভাগ) ফার্স্ট ক্লাস।**

তাহাজ্জুদ নামাজ সহ অন্যান্য সকল নফল নামাজ একাকী নিজের আবাস কক্ষে পড়াই সুন্নত। এ বিষয়টি দয়াল নবীজী হুযুর নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কওলী এবং ফে'লী তথা কর্মগত এবং আমলগত সুন্নত। কোন দিন কোন মুহুর্তে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা উনার কোন ছাহাবী তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে পড়েন নি। এমনকি তাবেয়ী,তাবে তাবেয়ী, ইমাম-মোজতাহিদ গণের কেউই তা করেন নি।

তাহাজ্জুদ সহ নফল নামাজ একাকী নিজ ঘরেই আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নির্দেশ হলো-

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ : احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ. (صحيح البخاري رقم الحديث ٦١١٣ ، صحيح مسلم رقم الحديث ٧٨١)

অনুবাদঃ বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত যায়দ ইবনু সাবিত আল আনসারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী করিম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের পাতা দিয়ে, অথবা চাটাই দিয়ে একটি ছোট হুজরা তৈরী করলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ হুজরায় রাতে নফল নামাজ আদায় করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় একদল ছাহাবী দয়াল নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার খোঁজে এসে উনার সঙ্গে নামাজ আদায় করতে লাগলেন। পরবর্তী রাতেও ছাহাবায়ে কেরাম সেখানে এসে হাযির হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরী করলেন এবং তাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন না। (উনারা অনেকেই যেহেতু নতুন মুসলমান ছিলেন তাই) তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন এবং ঘরের দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন। তখন হুযুর নবীয়ে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা যা করছ তাতে আমি ভয় করছি যে, এটি না (তারাবীহ) তোমাদের উপর ফরজ করে দেয়া হয়। (অতঃপর তিনি বললেন)

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ.

সুতরাং তোমাদের উচিত যে, তোমরা ঘরেই নামাজ আদায় করবে। কারণ ফরজ ছাড়া অন্য নামাজ নিজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম। (ছহিহ আল বুখারী হাদিস নং ৬১১৩, ছহিহ মুসলিম হাদিস নং ৭৮১)

** অন্য হাদিস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

অনুবাদঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দয়াল নবীজী হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন, মানুষ তখন দলে দলে উনার নিকট দৌঁড়ে এল। এবং বলাবলি হতে লাগলো, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন! অতএব, সকলের সাথে আমিও উনাকে এক নজর দেখার জন্য গেলাম। উনার চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তিনি যখন কথা বলা শুরু করলেন, তখন প্রথমেই তিনি বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

হে লোক সকল ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান কর এবং মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় কর। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহীহ-সালামতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিস শরীফ খানার সনদ ছহিহ। (সুনান তিরমিযি ২৪৮৫, সুনান ইবনু মাযাহ ৩২৫১)

হাদিস শরীফ দু'খানার ভাষ্য অনুযায়ী মর্ম উপলব্দি করা যায়, তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাজ একাকী। প্রেমিক আর প্রেমাস্পদের একান্ত অভিসার। সুতরাং সংগবদ্ধ ভাবে জামাতে তা আদায়ের চিন্তাই করা যায়না।

***আমরা মোকাল্লিদ। তাই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই না করে আসুন দলিল গুলো জেনে নিই। হানাফী মাযহাবে তাহাজ্জুদ নামাজ সহ যাবতীয় নফল নামাজ (অনুমোদিত নামাজের জামাত ছাড়া) জামাতে পড়া মাকরূহ তাহরীমী বিষয়ক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো -***

# তাহাজ্জুদ নামায সহ নফল নামায জামাতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী, হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া

** হানাফী মাযহাবে সর্বজন মান্য নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাব 'ফতওয়া আল হিন্দিইয়্যাহ' তথা 'ফতওয়া আলমগীরী' কিতাবের তবআতুল কুবরা আল আমিরিইয়্যাহ মিশরের ছাপা ১ম জিলদ ৮৩ নং পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ বইরূতের ছাপা ১ম জিলদ ৯২ নং পৃষ্ঠা, উর্দু অনুবাদ সাইয়্যিদ আমির আলী ১ম জিলদ ২৯৯ নং পৃষ্ঠায় আছে,

التَّطَوُّعُ بِالْجَمَاعَةِ إذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي يُكْرَهُ وَفِي الْأَصْلِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ أَمَّا إذَا صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ لَا يُكْرَهُ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: إنْ كَانَ سِوَى الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ لَا يُكْرَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْأَرْبَعِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكْرَهُ. هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. (فتاوى الهندية ج ١ ص ٨٣)

অনুবাদঃ ঘোষনা দিয়ে নফল নামাজ জামাতে পড়া মাকরূহ তাহরীমী। সদরুশ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র 'আছল' কিতাবে আছে, যদি কেউ আযান ইকামত ছাড়া মসজিদের এক কোনায় (দু'এক জন মিলে) জামাত করে তবে মাকরূহ হবেনা। ইমাম শামসুল আইয়িম্মাহ হালওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম ছাড়া ৩ জন মুকতাদি হলে সকলের ঐক্যমতে মাকরূহ হবেনা আর ৪ জন হয়ে গেলে এখতেলাফ আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ মতে মাকরূহ তাহরীমী হবে। যেমন তা খুলাছা কিতাবে আছে।

** 'আদ দুররুল মুখতার শরহু তানবীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার' দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ মিশরের ছাপা ৯৫ নং পৃষ্ঠায় আছে,

(التَّطَوُّعَ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي، بِأَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ. (درالمختار ص ٩٥)

অনুবাদঃ রমাদ্বান মাস ছাড়া (ব্যাখ্যা নিচে দেখুন) ঘোষণা দিয়ে ইমামের সাথে চারজন মুক্তাদি মিলে নফল নামাজের জামাত করা মাকরূহ তাহরীমী।

** ইমাম আলা উদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত 'বাদায়েউস সানায়ে আলা তরতীবিশ শারায়ে' কিতাবের ১ম জিলদ ২৮০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

وَلَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا قِيَامَ رَمَضَانَ. (بدائع الصنائع على ترتيب الشرائع ج ١ ص ٢٨٠)

অনুবাদঃ রমাদ্বান শরীফের কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ নামায) ছাড়া অন্য কোন নফল নামাজ জামাতে পড়বেনা।

** ইমাম মুহম্মদ ইবনে ঈসমাঈল আত তাহতাবী রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক লিখিত 'হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিউল ফালাহ' (দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ) কিতাবের ২৮৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন,

وهي (الجماعة) سنة عين إلا في التراويح فإنها فيها سنة كفاية ووتر رمضان فإنها فيه مستحبة وأما وتر غيره وتطوعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي قال شمس الأئمة الحلواني إن اقتدى به ثلاثة لا يكون تداعيا فلا يكره إتفاقا وإن اقتدى به أربعة فالأصح الكراهة. (حاشية الطحطاوي على مرقي الفلاح ص ٢٨٦)

অনুবাদঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামায়াতে পড়া সুন্নতে মুআক্কাদাহ। তারাবীহের জামায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। আর রমাদ্বান শরীফে বিতর নামায জামায়াতে পড়া মুস্তাহাব। সুতরাং রমাদ্বান শরীফ ব্যতীত বিতরসহ অন্যান্য যাবতীয় নফল নামায ঘোষণা দিয়ে জামায়াতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। ইমাম শামসুল আইয়িম্মাহ হালওয়ানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম ছাড়া ৩ জন মুকতাদি হলে ঘোষণা হবেনা তাই সকলের ঐক্যমতে মাকরূহ হবেনা আর ৪ জন হয়ে গেলে বিশুদ্ধ মতে মাকরূহ তাহরীমী হবে।

** ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহিমাহুল্লাহ তার লিখিত হেদায়ার শরাহ 'বেনায়া' কিতাবের (দারুল কুতুব আল ইলমিইয়্যাহ) ২য় জিলদ ৫৫৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

وصلاة النفل بالجماعة مكروهة ما خلا قيام رمضان وصلاة الكسوف لأنه لم يفعلها الصحابة، ولو فعلوا لاشتهرت، كذا ذكره الولوالجي. (البناية شرح الهداية ج ٢ ص ٥٥٨)

অনুবাদঃ রমাদ্বান শরীফের কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ) ও ছালাতুল কুসূফ ব্যতীত সকল নফল নামায জামাতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। কেননা এটা ছাহাবায়ে কেরামগণ করেন নি। কেউ যদি তা করে থাকে তবে তা বিধি সম্মত হবেনা। যেমন, আল ওয়াললিজি নিজ কিতাবে বলেছেন।

** ইমাম শামসুল আইয়িম্মাহ সারাখসী রাহিমাহুল্লাহ তার 'মাবসূত' কিতাবে বলেছেন,

وَقَالَ فِي الْأَصْلِ : لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ فِي الْجَمَاعَةِ مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ . (مبسوط شمس الائمة سرخسى ج ٢ ص ٣٧)

অনুবাদঃ ইমাম মুহাম্মাদ আশ শাইবানী রাহিমাহুল্লাহ তার 'আছল' নামক কিতাবে বলেছেন, রমাদ্বান শরীফের কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ) ছাড়া অন্য কোন নফল নামাজ জামাতে পড়বেনা। (মাবসূত ২য় জিলদ ৩৭ নং পৃষ্ঠা)

***উপরুক্ত দলিল সমূহ পরিস্কার রূপে প্রমাণ বহন করে যে, তাহাজ্জুদ সহ নফল নামাজ জামাতে পড়ার অনুমোদন নেই। অবশ্যই তা মাকরূহে তাহরীমী।***

উল্লেখ্য, কিয়ামুললাইল বলতে তারাবীহ নামাজই উদ্দেশ্য। কেউ চাইলে তা জামাতে পড়তে পারে আবার একাকিও পড়ে নিতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তারাবীহ নামাজ আদায় করে নেয় এবং পরে দ্বিতীয়বার আবার তারাবীহ পড়ার ইচ্ছা পোষণ করে এক্ষেত্রে সে অবশ্যই একাকী তারাবীহ পড়বে; জামাতে নয়। কেননা দ্বিতীয়বার তারাবীহ জামাতে পড়ার অনুমোদন নেই।

যেমন কিতাবে উল্লেখ আছে,

إِذَا صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوهَا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى لَا بِجَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ، وَالتَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ بِجَمَاعَةٍ مَكْرُوهٌ. (بدائع الصنائع على ترتيب الشرائع ج ١ ص ١٩٠)

অনুবাদঃ যখন তারাবীহ পড়ে নেবে এবং পরে তা আবার পড়ার ইচ্ছা করবে তখন একাকিই আদায় করবে; জামাতে নয়। কেননা দ্বিতীয়বার তা সাধারণ নফল হিসাবে গন্য হবে। আর মুতলক বা সাধারণ নফল জামাতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (বাদায়েউস সানায়ে ১ / ১৯০)

** আল বাহরুর রায়েক কিতাবে আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى . (البحرالرئق شرح كنز الدقائق ج ٢ ص ٧٤)

অনুবাদঃ যখন তারাবীহ পড়ে নেবে এবং পরে তা আবার পড়ার ইচ্ছা করবে তখন একাকিই আদায় করবে। (আল বাহরুর রায়েক ২ / ৭৪, আলমগীরী ১ / ১১৬)

***এখান থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রমাদ্বান শরীফে হলেও নফল নামাজ জামাতে পড়ার কোনই অনুমোদন নেই। যদি অনুমোতি থাকত তাহলে কেউ এক মসজিদে তারাবীহ আদায় করে নিয়ে অন্য মসজিদে তারাবীহের জামাতে শরীক হতে কোনই বাধা থাকতনা।***

# আকাবিরীনে ওলামায়ে দেওবন্দের ফতওয়া

দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামগণ তাহাজ্জুদ সহ নফল নামাজ জামাতে পড়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। এব্যাপারে উনারা আপোষহীন। নিম্নে তাদের অভিমত গুলো দলিল সহ উল্লেখ করা হলো -

**** দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মাওঃ রশিদ আহমদ গাংগুহী ছাহেবের বক্তব্য ঃ**

سوال : نوافل کو با جماعت ادا کرنا اور بالخصوص رمضان میں تہجد اور اوابین کو جماعت سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے کہ حدیث سے ثابت ہیں مکروہ تحریمي ہے فقہ میں لکہا ہے اگر تداعي ہو اور مراد تداعي سے چار ادمي مقتدي کا ھونا ہے. بس جماعت صلوۃ کسوف تراویح استسقاء کی درست اور باقي سب مکروہ ہیں. کذا في کتب الفقه. (فتاوی رشیدیة دار الاشعت ص ۳۳۰ ، ذکریا بك ڈیپو ص ۳٥٤)

অনুবাদ- **প্রশ্নঃ** নফল নামাজ জামাতে আদায় করা বিশেষ করে পবিত্র রমাদ্বান শরীফে তাহাজ্জুদ ও আউওয়াবীন জামাতের সহিত আদায় করা জায়েজ কি না ?

**জবাব ঃ** হাদিসে নব্বী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত নফল ছাড়া অন্য যেকোন নফল নামাজ ঘোষণা দিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা 'মাকরূহে তাহরীমী' এটা ফিক্বহের কিতাব সমূহে লিখিত আছে। আর ঘোষণা দেয়ার মর্ম হলো, ইমামের সাথে চারজন মোক্তাদি উপস্থিত থাকা। সুতরাং ছলাতুল কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের নামাজ, তারাবীহ ও ইস্তেস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ ছাড়া সকল নফল নামাজ জামাতে আদায় করা (সর্বাবস্থায়) মাকরূহ। সকল ফিক্বহের কিতাব দ্রষ্টব্য। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া দারুল ইশাআত লাইব্রেরী পৃষ্ঠা ৩৩০, যাকারিয়া বুক ডিপো পৃষ্ঠা ৩৫৪)

**** দেওবন্দি সিলসিলার মান্যবর মুরব্বী মাওঃ আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের বক্তব্য ঃ**

اگر مقتدی ایک یا دو ہوں تو کراہت نہیں اگر چار ہوں تو مکروہ ہے اور اگر تین ہو تو اختلاف ہے۔ ( امداد الفتاوی ج ۱ ص ۳۰۳)

অনুবাদঃ এক-দুইজন মুক্তাদি হলে মাকরূহ নয়; আর চারজন হলে মাকরূহ হবে। আর তিন মুক্তাদির ক্ষেত্রে এখতেলাফ রয়েছে। অর্থাৎ, উনার মতেও মাকরূহ তাহরীমী। (ইমদাদুল ফতওয়া দারুল উলুম করাচির ছাপা ১ম জিলদ ৩০৩ পৃষ্ঠা)

**** দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী ছাহেবের বক্তব্য ঃ**

سوال : تہجد کی نفلوں میں ایك حافظ صاحب قرآن شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیے ، ایك مقتدی ہوتا ہے ، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کو بہی اٹھا دیا کرو تو ہم بھی شریك ہوجائیں گے. یہ جائز ہے یا نہیں ؟

جواب : تین مقدیوں تک تو اجازت ہے، اگر اس سے زائد ہوں تو مکروہ ہے -

سوال (٣٣٥٠) : تہجد کی نماز باجماعت ادا کرنا کیسا ہے ؟

( جواب : یہ بھی علی سبیل التداعی مکروہ ہے - (فتاوی محمودیة ج ٧ ص ٢٣٨

অনুবাদ- **প্রশ্নঃ** (৩৩৪৯) এক হাফিজ ছাহেব তাহাজ্জুদ নামাজে উচ্চ আওয়াজে পবিত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন এক্ষেত্রে একজন মুক্তাদি তার সাথে ইক্তেদা করে নামাজ পড়েন। এটা দেখে অনেকে বলে থাকেন, আমাদেরকে জাগালে তো আমরাও শরীক হতে পারতাম! এটা কি জায়েজ হবে?

**জবাবঃ** তিনজন মুক্তাদি পর্যন্ত অনুমোতি আছে। এর থেকে বেশী হলে মাকরূহ হবে।

**প্রশ্নঃ** (৩৩৫০) তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা কি ?

**জবাবঃ** ঘোষণা দিয়ে (অর্থাৎ, মুক্তাদি চারজন হলে) মাকরূহ। (ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, জামেয়া ফারূকিয়া করাচির ছাপা জিলদ নং ৭ পৃষ্ঠা নং ২৩৮)

**** দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী মাওঃ আযিযুর রহমান ছাহেবের বক্তব্য ঃ**

اور جماعت سے ادا کرنا تہجد کا مکروہ ہے اگر بتداعی ہو - (فتاوی دار العلوم سوال ١٩٠٩، ج ٤ ص ٢٢٨)

অনুবাদঃ ঘোষণা দিয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে পড়া মাকরূহ। (ফতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল ইশাআত ৪ / ২২৭)

**** মাওঃ জফর আহমদ উছমানী ছাহেবের বক্তব্য ঃ**

نفل کی جماعت کرنا جبکہ چار مقتدی ہوں تو اتفاقا مکروہ ہے . (امداد الاحکام ج ٢ ص ٢٢٥)

অনুবাদঃ চারজন মুক্তাদি সহ নফল নামাজ জামাতে পড়া সকলের ঐক্যমতে মাকরূহ। (ইমদাদুল আহকাম যাকারিয়া বুক ডিপোর ছাপা জিলদ নং ০২ পৃষ্ঠা নং ২২৫)

**** মাওলানা মুফতী রশিদ আহমদ ছাহেবের বক্তব্য ঃ**

এ বিষয়ে মূল ফতওয়া প্রদান করেছেন এই মুফতী ছাহেব। তার ফতওয়ার হেডিং হলো-

'نوافل کی جماعت رمضان میں بہی مکروہ ہے'

"নফল নামাজ জামাতে পড়া রমাদ্বান মাসেও মাকরূহ"। এই হেডিং দিয়ে মাওলানা সাহেব এ বিষয়ে মোট ৯ পৃষ্ঠা বয়ান দিয়েছেন। আসুন আমরা তার দু'একটি বয়ান শুনি -

**১ম বক্তব্য ঃ** এখানে তিনি মূল ফতওয়া প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

مذہب حنفی میں امام کی علاوہ چار مقتدی ہوں تو یہ جماعت بالاتفاق مکروہ ہے ، اور مقتدی تین ہوں تو کراہت میں اختلاف ہے ، ایك یا دومقتدیوں کے ساتہ جماعت اگر چہ بلا کراہت جائز ہے ، مگر اس میں بہی جماعت کی فضیلت اور ثواب نہیی. (احسن الفتاوی ج۳ ص۳۷۰)

অনুবাদঃ হানাফী মাযহাবে ইমাম ছাড়া চারজন মুক্তাদি হলে সকলের ঐক্যমতে মাকরূহ তাহরীমী হবে। তিনজন মুক্তাদির ক্ষেত্রে এখতেলাফ। এক-দুইজন মুক্তাদির ক্ষেত্রে মাকরূহ নয়; জায়েজ হবে। কিন্তু এতে জামাতের ফজিলত কিংবা সাওয়াব পাওয়া যাবেনা। (আহসানুল ফতওয়া, আদব মঞ্জিল পাকিস্তানের ছাপা ৩য় জিলদ পৃষ্ঠা নং ৩৭০)

**২য় বক্তব্য ঃ** (অনেকে মনে করেন রমাদ্বান শরীফ ছাড়া নফলের জামাত মাকরূহ আর রমাদ্বান শরীফে জায়েজ। তাই উনারা তারাবীহের নামাযের মত আরেকটি জামাত আবিস্কার করেছেন। আফসূসের সহিত বলতে হয়, উনারা মীলাদ শরীফে বিদআতের গন্ধ খুঁজেন, ফতওয়াবাজী করেন, আর তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে পড়ার মত বিদআতে সাইয়্যিআহ'র ক্ষেত্রে সাধারণ পাবলিককে মসিবতে ফেলে রাখেন!!)

উনাদের বক্তব্য খন্ডনে মুফতী রশিদ আহমদ ছাহেব বলেন,

ان عبارت میں رمضان و غیر رمضان دونون میں جماعت نوافل کی کراہت مصرح ہے۔ (احسن الفتاوی ج۳ ص۳۷۱)

অনুবাদঃ বর্ণিত ইবারত সমূহে পরিস্কার ভাষায় প্রমাণীত হলো- রমাদ্বান শরীফ কিংবা রমাদ্বান শরীফ ছাড়া সর্বাবস্থায়ই নফল নামাজের জামাত মাকরূহ হবে। (আহসানুল ফতওয়া, আদব মঞ্জিল পাকিস্তানের ছাপা ৩য় জিলদ পৃষ্ঠা নং ৩৭১)

**৩য় বক্তব্য ঃ** অনেকে মনে করেন, রমাদ্বান শরীফে কিয়ামুল লাইল বলতে তাহাজ্জুদ নামাজ উদ্দেশ্য তাই উনারা রমাদ্বান শরীফ আসলেই তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে আদায় করে থাকেন। তাদের বক্তব্যের জবাবে মাওলানা সাহেবের বক্তব্য নিম্নরূপ-

**یہی مستقل دلیل ہے یہاں نفل اور تطوع سے تراویح مراد ہے**، اس لئے کہ بجز تراویح کےدوسرے نوافل کی جماعت رمضان میے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اور تابعین و ائمہ دین رحمہم اللہ تعالی سے ثابت نہیں ، بلکہ اس کے خلاف ترك جماعت پر اجماع ہے۔ (احسن الفتاوی ج۳ ص۳۷٤)

অনুবাদঃ **অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণীত যে, (রমাদ্বানে জামাতে পড়া বৈধ) নফল এবং সেচ্চায় আদায়কৃত নফল নামাজ তথা কিয়ামুল লাইল বলতে তারাবীহ নামাযই উদ্দেশ্য।** তারাবীহ নামাজ ছাড়া আর কোন নফল নামাজের জামাত হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন, তাবেঈনে এজাম কিংবা কোন আইয়িম্মায়ে দ্বীন রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা কর্তৃক প্রমাণীত নেই। বরং তার বিপরীতে নফল নামাজের জামাত বর্জন করার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (আহসানুল ফতওয়া, আদব মঞ্জিল পাকিস্তানের ছাপা ৩য় জিলদ পৃষ্ঠা নং ৩৭৪)

**জরুরী একটি কথা ঃ** একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার, আমাদের এই উপমহাদেশে কারা তাহাজ্জুদ জামাতে পড়েন। নিশ্চয়ই সকলে বলবেন উনারা হলেন দেওবন্দি সিলসিলার লোক। তো উনারা তাহাজ্জুদ জামাতে পড়েন কেন? জবাবে তারা বলে থাকেন, মদনী সাহেব সহ উনাদের বুজুর্গগণ তাহাজ্জুদ জামাতে পড়েছেন তাই উনারা পড়েন। অর্থাৎ, এটা বুজুর্গদের তরিকা। আমি এখানে বেশী কিছু বলবনা শুধু এ কথাটাই বিনীত ভাবে বলতে চাই, 'তাহাজ্জুদ জামাতে পড়ার ০% দলিল নেই, দেওবন্দি কিতাবেও পেলামনা বরং বিপরীত সবক পেলাম। তার পরেও শুধু বুজুর্গদের দোহাই দিয়ে জামাত ক্বায়েম করলেন! কিন্তু ভাই গণ! আল্লাহ'র রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার মীলাদ মাহফীলের হাজার হাজার দলিলের পাশাপাশি "বুজুর্গানে দ্বীনের আমল" থাকা সত্ত্বেও এখানে বেদআতের গন্ধ খুঁজেন, তার কি কারণ ?? জানিতে বাসনা !

পরিশেষে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) এর ঐতিহাসিক উক্তিটি উল্লেখ করে যবনিকা টানব। তিনি বলেছেন,

**আফসুস ! হাজার আফসুস ! যে সকল বিদআতের চিহ্ন পর্যন্ত অন্যান্য সিলসিলায় দেখা যায়না তা এই আলীয়া তরীকার কিছু লোকদের কাছে দেখা যাচ্ছে যে, তারা বিভিন্ন স্থানে একত্রিত হয়ে জামাতের সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে থাকে, যেটা মাকরূহ বরং মাকরূহ তাহরীমীর অন্তর্ভুক্ত।** (মাকতুবাত শরীফ দফতরে আউয়াল ২৩৭ নং পৃষ্ঠা, মাকতুব নং **১৩১** )

**রায় ঃ**

** ইমাম সহ তিনজন যদি ঘোষনা ছাড়া এমনিতে জামাত হয় তবে জায়েজ। কিন্তু জামাতের জন্য আলাদা কোন সওয়াব হবেনা।

** আর ইমাম সহ চারজনের ক্ষেত্রে এখতেলাফ। নির্ভরযোগ্য মতে মাকরূহ তাহরিমী।

** আর তার চেয়ে অধিক মুসল্লী একত্রিত হয়ে জামাত আদায় করলে ঘোষণা দিয়ে হোক আর ঘোষনা ছাড়াই হোক হানাফী ফকীহ গণের ঐকমত্যে মাকরূহে তাহরিমী হবে।

***** এবং এ কথাটিও জেনে রাখা উচিৎ যে, তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে পড়া (রমাদ্বান কিংবা রমাদ্বান ছাড়া সর্বাবস্থায়) বিদআতে সাইয়্যিআহ।***

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলের ঈমান আমল হেফাজত করুন! আমাদেরকে সেই শক্তি দান করুন যাতে এই এখতেলাফের জামানায় আমরা যেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পতাকা সমুন্নত রাখতে পারি। আমিন !